মাত্র। এ সম্বন্ধে প্রীতিসন্দর্ভে নিম্নলিখিত প্রকার সিদ্ধান্ত করা আছে। জয়-বিজয় পূর্ব্বভক্তসুখদ শ্রীভগবদভিমত যুদ্ধকৌতুক সম্পাদনের জন্য বৈর-ভাবাত্মক মায়িকদেহে স্বাভাবিক অনিমাদি সিদ্ধিযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক নিজ বিগ্রহ দ্বারা প্রবেশ করিয়া, নিজ নিজ সান্নিধ্য দ্বারা অচেতন দেহকে চেতন করতঃ ভক্তিবাসনা বিলীন থাকিলেও তৎপ্রভাবে সেই দেহে আবিষ্ট (দেহ ধর্ম্মে লিপ্ত) না হইয়া অবস্থান করেন। অতএর বৈরভাব সম্ভূত ভগবৎ স্মরণ দ্বারা তাঁহাদের বৈরভাব দূরীভুত হইয়াছিল— এ দুই-ই বাহ্যিক। এস্থলে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে বৈরভাবাত্মক মায়িকদেহ সম্বন্ধ হেতু তাঁহাদের বৈরভাব ব্যক্ত হইয়াছে। আর শ্রীভগবানের যুদ্ধকৌতুক নির্ব্বাহের পর সেই দেহ সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে। তাঁহারা নিত্য পার্ষদ এইজন্য প্রেমবান্। প্রেমপূর্ণ চিত্তে বৈরভাবোদয় সম্ভব নহে ; বাহ্যিক দেহসম্বন্ধে সেই ভাবসহকৃত স্মরণ এবং সেই ভাবের বিলয়, এই হেতু তদুভয় বাহ্যিক। মূল কথা—শ্রীজয়-বিজয়ের ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদাজন্য যে অপরাধাভাস হইয়াছিল, তাহারই ফল দুঃখভোগাভাসরূপ বৈরানুবন্ধ। অতএব বৈরানুবন্ধে অপরাধাভাসের ফল দুঃখভোগরূপ বলিয়া ভগবানে তাহা বিধান করা কখনও সমীচীন হইতে পারে না। বিশেষতঃ সেই শ্রীজয়-বিজয়ের শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি স্বাভাবিকই আছে বলিয়া যুদ্ধলীলার জন্যই তাদৃশ বৈরভাবের আবেশাভাস প্রকাশ পাইয়াছে। এই দ্বেষাদিতেও কেহ কেহ ভক্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা অত্যন্তই অসঙ্গত বলিয়া অসৎ। যেহেতু ভক্তি, সেবা প্রভৃতি শব্দ শ্রীভগবানের সুখানুকুলেই প্রসিদ্ধ আছে। আর বৈরতার সুখানুকুল্যের বিরোধিতা আছে বলিয়া ভক্তি সেবাদি শব্দে অপ্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেও ভক্তির সহিত দ্বেষাদির যে ভেদ আছে, তাহা বিশেষরূপেই বুঝিতে পারা যায়।

যোগিভি র্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ।
দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দ্দনঃ॥

যোগীগণ ভক্তিনেত্রে শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া থাকেন। ভক্তিহীন নেত্রে কখনও তাঁহাকে দেখা যায় না। শ্রীজনার্দ্দন রোষে কিম্বা মাৎসর্য্যে কখনও দৃষ্টির বিষয় হয় না। এই প্রমাণ দ্বারা ভক্তি ও দ্বেষের যে বহু পার্থক্য, তাহা সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তবে যদি কেহ মনে করেন—৩।২।২৪ শ্লোকে যে শ্রীউদ্ধব মহাশয় বিদুর মহাশয়কে বলিয়াছেন—

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাং স্ত্র্যধীশে সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্যপুত্র— মংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্॥